পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

পরিদর্শন প্রতিবেদন

সাবমেরিন ক্যাবল ল্যান্ডিং স্টেশন, কক্সবাজার বাংলাদেশ সাবমেরিন ক্যাবল কোম্পানি লিমিটেড (BSCCL) ও ভ্রমণিকা মোবাইল অ্যাপ

পরিদর্শনের তারিখ: ১৯ জুন ২০২৫

পরিদর্শন টিম:
জনাব মোঃ আব্দুল খালেক, সচিব
জনাব অতুল সরকার, যুগ্ম সচিব
জনাব মোহাম্মদ নাহিদ ইসলাম, উপসচিব
জনাব ওয়াহিদ পলাশ, সহকারী প্রোগ্রামার
জনাব হাবিবুল্লাহ নাহিদ, সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার
পল্টু চন্দ্র দাস, কম্পিউটার অপারেটর

বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক ইন্টারনেট গেটওয়ে হিসেবে ব্যবহৃত SMW-4 সাবমেরিন ক্যাবলের ল্যান্ডিং স্টেশনটি কক্সবাজারে অবস্থিত। এর মাধ্যমে দেশের আন্তর্জাতিক ব্যান্ডউইথ সংযোগের একটি বড় অংশ নিয়ন্ত্রিত হয়। এই পরিদর্শনের উদ্দেশ্য ছিল অবকাঠামো, নিরাপত্তা, ব্যাকআপ ব্যবস্থা ও পরিচালন পদ্ধতি পর্যবেক্ষণ করা এবং পার্বত্য অঞ্চলে এই প্রযুক্তি কাজে লাগানো।

স্টেশনটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ

- **লোকেশন:** সাবমেরিন ক্যাবল ল্যান্ডিং স্টেশন, কক্সবাজার - বিএসসিপিএলসি কক্সবাজার পৌরসভা, ওয়ার্ড নং-০৫ কক্সবাজার - ৪৭০০
- **সঞ্চালক:** BSCCL
- **সাবমেরিন ক্যাবল:**
    - SEA-ME-WE 4 (Operational since 2006)
    - SEA-ME-WE 5 (Operational since 2017)
- **ক্যাপাসিটি:** 2 x 100 Gbps
- **ফাংশন:** আন্তর্জাতিক ব্যান্ডউইথ সংযোগ, লিঙ্ক মনিটরিং, ট্রাফিক রাউটিং ইত্যাদি

প্রদানকৃত সেবাঃ

১। আইপিএলসিঃ বিএসসিপিএলসি দেশের সাবমেরিন ক্যাবল ব্যান্ডউইডথ-এর মূল সেবা প্রদানকারী এবং পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান । বিএসসিপিএলসি এর সাবমেরিন ক্যাবল ল্যান্ডিং স্টেশন কক্সবাজারের ঝিলংজাতে অবস্থিত, যেখানে ব্যাকহোল সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলো সংযুক্ত। গ্রাহকরা আইপিএলসি (আন্তর্জাতিক বেসরকারী লিজ সার্কিট) সেবার জন্য ব্যাকহোল সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সহ-অবস্থান কেন্দ্র (বর্তমানে চট্টগ্রাম, মহাখালী, ঢাকা ও মগবাজার, ঢাকা) থেকে তাদের ফাইবার অপটিক কেবলের মাধ্যমে সংযুক্ত হতে পারেন । উপরন্তু, ব্যাকহোল সংযোগের জন্য একাধিক বিকল্প প্রদানের লক্ষ্যে, কক্সবাজার ল্যান্ডিং স্টেশনে একটি সহ-অবস্থান কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। বিএসসিপিএলসি-এর সম্মানিত গ্রাহকগণ তাদের নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী ব্যাকহোল সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান নির্ধারণ করতে পারেন, সে সকল ব্যাকহোল প্রতিষ্ঠান যারা সরাসরি বিএসসিসিএল এর সহ-অবস্থান কেন্দ্রে ফাইবার অপটিক কেবলের মাধ্যমে সংযুক্ত হতে পারে ।

২। আইপি ট্রানজিটঃ বাংলাদেশ সরকারের ব্রডব্যান্ড সম্প্রসারণর নীতি সমুন্নত ও স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার গতিকে সহজতর করার লক্ষ্যে বিএসসিপিএলসি ১লা জুলাই ২০১৩ তারিখ থেকে আইপি ট্রানজিট সংযোগ সেবা প্রদানের যাত্রা শুরু করে । বিএসসিপিএলসি আইএলডিসি অপারেটর হিসাবে আইআইজি অপারেটরদের এবং আইআইজি অপারেটর হিসাবে আইএসপি গ্রাহকদের গুণগত মান সম্পন্ন আইপি ব্যান্ডউইথ সরবরাহ করে আসছে। এই গুনগতমান সম্পন্ন আইপি ব্যান্ডউইথ প্রদানের লক্ষ্যে বিএসসিপিএলসি সিঙ্গাপুরের ইকুনিক্স-এ রাউটার স্থাপন করেছে এবং গ্রাহকের চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখে মূলতঃ বিশ্বব্যাপী টায়ার-১ ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার এবং আঞ্চলিক টায়ার-১ ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডারের সাথে যুক্ত আছে। বিএসসিপিএলসি এর অটোনোমাস সিস্টেম এএস-১৩২৬০২ এর সাথে বিশ্বের প্রায় ২০০ টি (অটোনোমাস সিস্টেম) নেটওয়ার্ক এবং ১০০ জিবিপিএস ইন্টার কানেক্টিভিটির সংযোগ রয়েছে। বিএসসিপিএলসি তার আইপি ট্রানজিট গ্রাহকদের জন্য সর্বোত্তম মূল্য প্রস্তাব করছে । পণ্য বিক্রয়ের প্রক্রিয়া সহজতর করার পাশাপাশি সেবা দ্রুততার সাথে পৌঁছে দেয়ার বিষয়টিতে নিশ্চয়তা প্রদান করছে।

৩। কোলোকেশন সার্ভিসঃ বিএসসিপিএলসি আইপিএলসি এবং আইপি ট্রানজিট সেবা প্রদানের পাশাপাশি কলোকেশন সেবা প্রদান শুরু করে যেখানে র‍্যাক স্পেস ভাড়া প্রদান করা হয়। বিএসসিপিএলসি এর ঢাকা, কক্সবাজার এবং কুয়াকাটায় মোট তিনটি ডাটা সেন্টার রয়েছে। বিএসসিপিএলসি মূলত গ্রাহকদের র‍্যাক স্পেসের সঙ্গে কুলিং এবং বিদ্যুৎ(এসি অথবা ডিসি) প্রদান করে থাকে। একই সঙ্গে গ্রাহককে সার্ভার, স্টোরেজ এবং অন্যান্য যন্ত্রের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য ডাটা সেন্টারে প্রবেশে বাধা রয়েছে। ডাটা সংযোগের জন্য বিএসসিপিএলসি এর ডাটা সেন্টার এ সরকারি এবং বেসরকারি সকল এনটিটিএন প্রভাইডার এর উপস্থিতি রয়েছে।

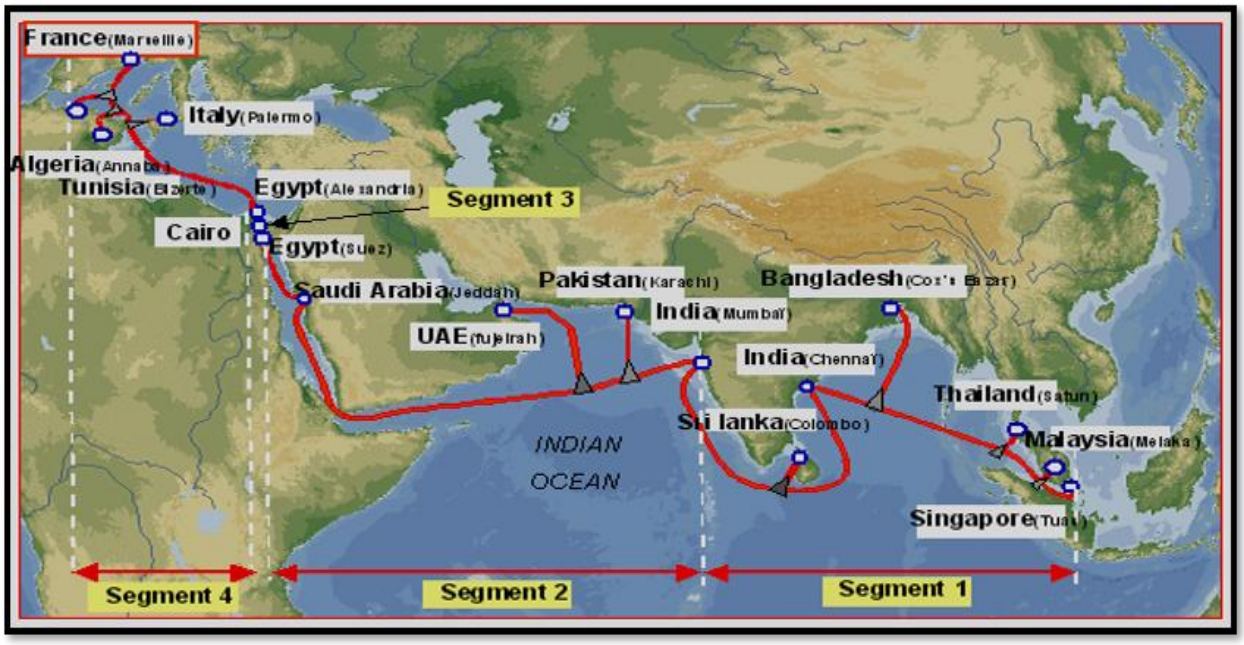

SEA-ME-WE 4 Cable Route

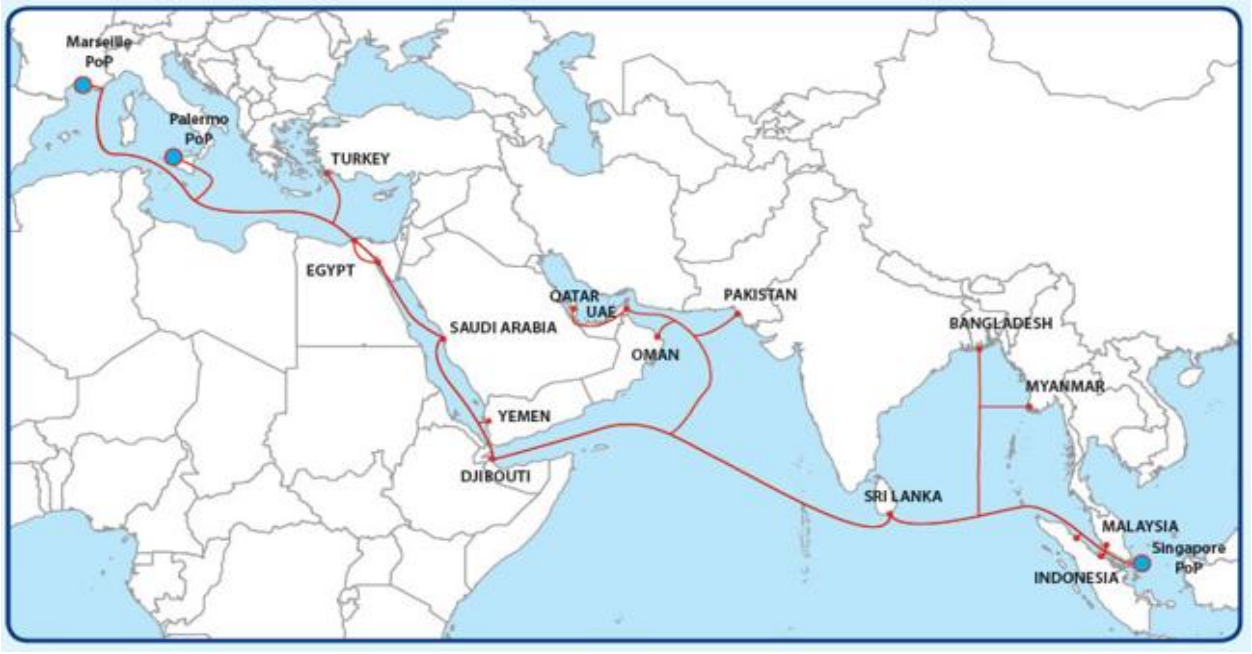

SEA-ME-WE 5 Cable Route

১. Backhaul Connectivity সম্প্রসারণ

BSCPLC চাইলে তাদের কক্সবাজার ক্যাবল ল্যান্ডিং স্টেশন থেকে পার্বত্য জেলার (খাগড়াছড়ি, রাঙামাটি, বান্দরবান) দিকে **ফাইবার ব্যাকহল** সম্প্রসারণের মাধ্যমে একটি ন্যাশনাল লেভেল অপটিক্যাল রিং তৈরি করতে পারে। এতে পার্বত্য এলাকায় ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার (ISP) বা সরকারি সংস্থা সরাসরি সাবমেরিন ব্যান্ডউইথে যুক্ত হতে পারবে — latency কমে যাবে, এবং ব্যান্ডউইথ হবে অধিক স্থিতিশীল।

২. IPLC ও IP Transit এর মাধ্যমে সরকারি নেটওয়ার্ক সংযোগ

সরকারি দপ্তর যেমন:

- জেলা প্রশাসক অফিস,
- উপজেলা প্রশাসন,
- স্বাস্থ্য বিভাগ,

- শিক্ষা অফিস/স্কুল

এগুলোতে **Dedicated IPLC/IP Transit** এর মাধ্যমে একটি নির্ভরযোগ্য ও High-Capacity Government Network স্থাপন করা সম্ভব। এই সংযোগগুলো হতে পারে STM-1, STM-4 বা 10Gbps পর্যন্ত লিংক — যা চাহিদার ওপর নির্ভরশীল।

৩. Colocation সুবিধা ও Mini Data Center স্থাপন

বর্তমানে BSCPLC কক্সবাজার, ঢাকা, চট্টগ্রাম ও কুয়াকাটায় **Colocation Facility** চালু করেছে। পার্বত্য জেলায় চাইলে সরকারের উদ্যোগে একাধিক **Edge Data Center বা Local POP (Point of Presence)** স্থাপন করে সেখানে BSCPLC-এর নেটওয়ার্ক ইনফ্রাস্ট্রাকচার যুক্ত করা সম্ভব। এই ধরনের স্থাপনা সরকারি ক্লাউড অ্যাপ্লিকেশন, স্বাস্থ্য ডেটা, শিক্ষা কনটেন্ট বা স্থানীয় ই-গভ সার্ভিস চালানোর জন্য কার্যকর হবে।

৪. BTRC এবং স্থানীয় ISP সহযোগিতায় নেটওয়ার্ক এক্সটেনশন

যেহেতু BSCPLC-এর পরিষেবা অনেক ক্ষেত্রেই BTRC অনুমোদনসাপেক্ষ, সেহেতু:

- স্থানীয় ISP (যারা পার্বত্য এলাকায় কাজ করছে) যদি BSCPLC-এর ব্যান্ডউইথ ব্যবহার করতে চায়, তা হলে BTRC অনুমোদনসাপেক্ষে তারা IPLC/IP Transit নিয়ে লোকাল লাস্ট-মাইল কানেক্টিভিটি দিতে পারবে।

পার্বত্য এলাকায় টেকসই ও নির্ভরযোগ্য ইন্টারনেট সংযোগ নিশ্চিত করার জন্য BSCPLC একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হতে পারে। তাদের সাবমেরিন ক্যাবল নেটওয়ার্ক, ব্যাকহল কানেক্টিভিটি, আইপি ট্রানজিট এবং কোলোকেশন সেবার মাধ্যমে পার্বত্য অঞ্চলে সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে ই-গভর্নেন্স, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা এবং ডিজিটাল সংযোগ বিস্তারের বাস্তব ভিত্তি তৈরি করা সম্ভব। সরকারের পক্ষ থেকে প্রয়োজনে একটি যৌথ পরিকল্পনা বা সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষরের মাধ্যমে এ উদ্যোগকে দ্রুত বাস্তবায়নের পথে নেওয়া যেতে পারে।









মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন “ভ্রমণিকা”

ভ্রমণিকা একটি আধুনিক ও ইউজার-ফ্রেন্ডলি মোবাইল অ্যাপ, যা বাংলাদেশের পর্যটনপ্রেমীদের জন্য বিশেষভাবে তৈরি করা হয়েছে। এই অ্যাপসের মূল উদ্দেশ্য হলো দেশি ও বিদেশি পর্যটকদের বাংলাদেশের বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান, ঐতিহাসিক নিদর্শন, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করা।

দর্শনীয় স্থান (Tourist Attractions)

এই ফিচারটির মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা কক্সবাজার জেলার অন্তর্গত উল্লেখযোগ্য ও আকর্ষণীয় দর্শনীয় স্থানগুলোর বিস্তারিত তথ্য জানতে পারেন। এটি স্থানীয় ও বিদেশি পর্যটকদের জন্য অত্যন্ত উপকারী, যাতে তারা তাদের ভ্রমণ পরিকল্পনা সহজভাবে সাজাতে পারেন।

- **স্থানের নাম ও বিবরণ:**
  প্রতিটি দর্শনীয় স্থানের নামের পাশাপাশি ঐতিহাসিক বা প্রাকৃতিক গুরুত্ব, আকর্ষণীয়তা, স্থানীয় গল্প ও ঐতিহ্য তুলে ধরা হয়।
- **লোকেশন ও ম্যাপ:**
  জিপিএস-ভিত্তিক লোকেশন সুবিধার মাধ্যমে ব্যবহারকারী সহজেই গুগল ম্যাপ বা অ্যাপের নিজস্ব ম্যাপে নির্দিষ্ট স্থানের অবস্থান দেখতে পারেন।
- **ছবি ও ভিডিও:**
  উচ্চমানের ছবি ও ভিডিওর মাধ্যমে ভিজ্যুয়াল ধারণা দেওয়া হয়, যাতে ব্যবহারকারী ওই স্থান সম্পর্কে আগ্রহী হন ও বাস্তব অভিজ্ঞতার পূর্বানুমান পেতে পারেন।
- **যাতায়াত নির্দেশনা:**
  কিভাবে সেই স্থানে যাওয়া যাবে — বাস, গাড়ি, রিকশা বা অন্যান্য পরিবহন ব্যবস্থার মাধ্যমে — তার বিস্তারিত তথ্য থাকে।

- **দুরুত্ব ও সময়:**
  ব্যবহারকারীর বর্তমান অবস্থান থেকে গন্তব্যস্থল পর্যন্ত আনুমানিক দূরত্ব এবং সময় কত লাগবে তা হিসাব করে দেখানো হয়।
- **সেরা সময় ভ্রমণের জন্য:**
  কোন মৌসুমে বা দিনে ঐ স্থানটি ভ্রমণের জন্য উপযুক্ত, সে বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া হয়।
- **নিকটবর্তী হোটেল ও খাবার দোকান:**
  সেই স্থানের আশেপাশে থাকা রেস্টুরেন্ট ও আবাসিক হোটেলের তথ্য দেওয়া হয়।

আবহাওয়ার পূর্বাভাস ও জোয়ার-ভাটার তথ্য (Weather Forecast & Tidal Info)

কক্সবাজার ভ্রমণে আগ্রহী পর্যটকদের জন্য একটি অপরিহার্য উপাদান। এর মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা আবহাওয়ার বর্তমান অবস্থা, পূর্বাভাস, সূর্যোদয়-সূর্যাস্তের সময়, এবং সমুদ্র উপকূলীয় এলাকার জোয়ার-ভাটার নির্দিষ্ট সময় ও তথ্য পেয়ে থাকেন।

আবহাওয়ার পূর্বাভাস:

- প্রতি ঘণ্টা ও প্রতিদিনের নির্ভরযোগ্য আবহাওয়ার তথ্য (তাপমাত্রা, আর্দ্রতা, বৃষ্টিপাত, বাতাসের গতি ইত্যাদি)।
- ৭ দিনের আবহাওয়া পূর্বাভাস।
- খারাপ আবহাওয়ার সতর্কতা বা বিপদ সংকেত (যেমন: বৃষ্টির ঝুঁকি, ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদি)।

জোয়ার-ভাটার সময়সূচি:

- প্রতিদিনের জোয়ার ও ভাটার সময় নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ থাকে।
- পরবর্তী **জোয়ার** কখন শুরু হবে এবং শেষ হবে, সেটি পরিষ্কারভাবে জানা যায়।
- একইভাবে, **ভাটার** শুরু ও শেষ সময়ও দেখানো হয়।
- ভ্রমণ বা সমুদ্রস্নানের জন্য নিরাপদ সময় সম্পর্কে দিকনির্দেশনা।

সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত:

- প্রতিদিনের সুনির্দিষ্ট সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময়।
- সূর্যোদয় দেখার উপযুক্ত স্থান ও সময় সম্পর্কে পরামর্শ।

আবাসন সুবিধা (Accommodation Facilities)

এই ফিচারটির মাধ্যমে পর্যটকরা কক্সবাজারে ভ্রমণের সময় প্রয়োজন অনুযায়ী হোটেল, রিসোর্ট ও গেস্ট হাউজ খুঁজে পেতে পারেন। এটি ব্যবহারকারীদের এলাকাভিত্তিক হোটেল নির্বাচন, হোটেলের বিস্তারিত তথ্য এবং বুকিংয়ের মোবাইল নম্বর ও ওয়েব ঠিকানাসহ প্রাসঙ্গিক সব তথ্য প্রদান করে।

১. এলাকাভিত্তিক হোটেল তালিকা:

কক্সবাজার শহর, কলাতলী, সুগন্ধা, ইনানী, হিমছড়ি, মহেশখালী, পেকুয়া, কুতুবদিয়া ইত্যাদি এলাকাভিত্তিক হোটেলগুলোর তালিকা পাওয়া যায়। ব্যবহারকারীরা নিজেদের অবস্থান থেকে নিকটবর্তী হোটেল খুঁজে নিতে পারেন।

২. হোটেলের বিস্তারিত তথ্য:

প্রতিটি হোটেল বা রিসোর্টের জন্য নিচের তথ্যগুলো প্রদান করা হয়:

- হোটেলের নাম ও ঠিকানা
- হোটেলের ধরন (স্টার রেটিং, রিসোর্ট, বাজেট হোটেল, গেস্ট হাউজ)
- রুমের ধরন (সিঙ্গেল, ডাবল, স্যুট, AC/Non-AC)
- রুম ভাড়ার সীমা
- হোটেলের সুবিধাসমূহ (ইন্টারনেট, রেস্টুরেন্ট, পার্কিং, নিরাপত্তা ব্যবস্থা ইত্যাদি)
- ব্যবহারকারীদের রেটিং ও রিভিউ

৩. যোগাযোগ ও বুকিংয়ের তথ্য:

- মোবাইল নম্বর: হোটেলের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগের জন্য
- ওয়েবসাইট লিংক: অনলাইন বুকিংয়ের সুবিধার জন্য
- ইমেইল বা সোশ্যাল মিডিয়া লিংক (যদি প্রযোজ্য হয়)

৪. বুকিং সহায়তা:

- কিছু হোটেল অনলাইন বুকিং সুবিধা প্রদান করে, যা অ্যাপের মাধ্যমে ওয়েবসাইটে রিডাইরেক্ট করে
- ব্যবহারকারী চাইলে কল করে রুম সংরক্ষণ নিশ্চিত করতে পারেন

পরিবহন কাউন্টার (Transport Counter & Booking)

এই ফিচারের মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা কক্সবাজারগামী এবং কক্সবাজার অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন পরিবহনের তথ্য এবং বুকিং সংক্রান্ত সহযোগিতা পেয়ে থাকেন। বাস, ট্রেন, বিমান, জাহাজ, চান্দের গাড়ি, বাইক প্রভৃতি পরিবহনের তথ্য এক প্ল্যাটফর্মে পাওয়ার পাশাপাশি অনেক ক্ষেত্রে সরাসরি বুকিংয়ের সুবিধাও রয়েছে।

১. পরিবহনের ধরন অনুযায়ী তথ্য:

- বাস (দূরপাল্লার ও লোকাল সার্ভিস)
- ট্রেন (চট্টগ্রাম-কক্সবাজার রুট)
- বিমান (ঢাকা-কক্সবাজার ও অন্যান্য রুট)
- জাহাজ/লঞ্চ (মহেশখালী বা দ্বীপভিত্তিক যাতায়াতের জন্য)
- চান্দের গাড়ি (পাহাড়ি অঞ্চলে যাতায়াতের জন্য)
- মোটরসাইকেল/স্কুটার (স্থানীয় পর্যায়ে চলাচলের জন্য)

২. কাউন্টারের তথ্য:

- কাউন্টারের নাম
- অবস্থান (লোকেশন ম্যাপে দেখা যাবে)
- মোবাইল নম্বর
- কার্যক্রমের সময়সূচি
- পরিবহন চলাচলের সময় ও ফ্রিকোয়েন্সি

৩. বুকিং সুবিধা:

- নির্দিষ্ট বাস/বিমান/ট্রেন সংস্থার ওয়েবসাইট বা থার্ড-পার্টি বুকিং লিংকে রিডাইরেক্ট করে অনলাইন বুকিং সম্পন্ন করা যায়
- মোবাইল নম্বর বা কাউন্টারে কল করে সরাসরি বুকিংয়ের ব্যবস্থাও রয়েছে
- চান্দের গাড়ি বা বাইক ভাড়ার জন্য লোকাল অপারেটরদের সঙ্গে যোগাযোগের তথ্য দেওয়া হয়

৪. রেট ও সময়সূচি:

- প্রতিটি রুটের আনুমানিক ভাড়া
- যাত্রা শুরুর সময় ও যাত্রার আনুমানিক সময়কাল
- বিভিন্ন শ্রেণির টিকিট (AC/Non-AC, VIP, সাধারণ) অনুযায়ী মূল্য তালিকা

আসন্ন ইভেন্টসমূহ (Upcoming Events)

এই ফিচারের মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা কক্সবাজার জেলায় অনুষ্ঠিতব্য ও আসন্ন বিভিন্ন ইভেন্ট, উৎসব ও অনুষ্ঠান সম্পর্কে সহজে জানতে পারেন। ইভেন্টের নাম, তারিখ, সময়, স্থান ও বিস্তারিত তথ্যসহ দেখতে পারেন; যা ভ্রমণ পরিকল্পনায় অত্যন্ত কার্যকর।

১. ইভেন্ট তালিকা ও সারাংশ

- আয়োজনকৃত বা নির্ধারিত বিভিন্ন ইভেন্টের নাম ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ (যেমন: ম্যারাথন, সাংস্কৃতিক উৎসব, মেলা, সম্মেলন, কনসার্ট ইত্যাদি)
- প্রতিটি ইভেন্টের হাইলাইট যেমন প্রসঙ্গ, আকর্ষণমূলক বিষয়াবলি

২. তারিখ ও সময়সূচী

- ইভেন্টের সুনির্দিষ্ট দিন ও সময়
- একাধিক দিনের ইভেন্ট (যেমন, ২০–২২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫) হলে বিস্তারিত সময় প্রদর্শন

৩. স্থান ও আয়োজক তথ্য

- ভেন্যুর ঠিকানা, গুগল ম্যাপ লিংক বা লোকেশন ইন্টিগ্রেশন
- নিয়মিত বা বিশেষ আঞ্চলিক উৎসবের ক্ষেত্রে আয়োজক ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নাম

৪. বিবরণ ও রেজিস্ট্রেশন লিংক

- ইভেন্টের উদ্দেশ্য, ধরন ও আকর্ষণ সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য
- রাতের প্রোগ্রাম বা হাইলাইট (যদি থাকে)
- অনলাইনে অংশগ্রহণ বা নিবন্ধনের জন্য কার্যকরী লিংক/QR কোড

৫. যোগাযোগ ব্যবস্থা

- আয়োজক বা টিকিটিং সংস্থার ফোন নম্বর, ইমেইল বা ওয়েবসাইট
- অনুষ্ঠান সম্পর্কে সহায়তা বা বিস্তারিত বোঝার জন্য সরাসরি যোগাযোগের সুবিধা

৬. রিমাইন্ডার ও শেয়ার সুবিধা

- নির্দিষ্ট ইভেন্টের জন্য অ্যাপ-ভিত্তিক রিমাইন্ডার সেট করা যায়
- ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ বা মেইলের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেয়ার করার অপশন

জেলা প্রশাসনের উদ্যোগ (Administrative Initiatives)

এই ফিচারের মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা কক্সবাজার জেলা প্রশাসনের পরিবেশবান্ধব ও পর্যটকবান্ধব বিভিন্ন বিশেষ উদ্যোগ সম্পর্কে জানতে পারেন। অ্যাপে প্রতিটি উদ্যোগের উদ্দেশ্য, কিভাবে এটি কাজ করে এবং কিভাবে পর্যটকরা এতে অংশ নিতে পারবেন সে সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য দেওয়া হয়।

এক নজরে কক্সবাজার

“এক নজরে কক্সবাজার” ফিচারটি ব্যবহারকারীদের জন্য একটি সংক্ষিপ্ত ও সংগৃহীত তথ্য সরবরাহ করে, যেখানে কক্সবাজার জেলার প্রধান তথ্য, আকর্ষণীয় স্থান, ভ্রমণ সুবিধা, আবহাওয়া, নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং প্রয়োজনীয় সরকারি উদ্যোগ সম্পর্কে সহজবোধ্যভাবে উপস্থাপন করা হয়। এই ফিচারের মূল উদ্দেশ্য হলো ভ্রমণকারীদেরকে দ্রুত ও নির্ভুলভাবে কক্সবাজার সম্পর্কে একটি সমন্বিত ধারণা প্রদান করা, যাতে তারা ভ্রমণের জন্য সঠিক পরিকল্পনা নিতে পারেন। ফিচারটি ইন্টারফেসে এমনভাবে ডিজাইন করা হয় যাতে ব্যবহারকারী খুব সহজে ও দ্রুত প্রয়োজনীয় তথ্যের সারাংশ দেখতে পারেন। এটি মূলত একটি হাব হিসেবে কাজ করে, যেখানে অন্যান্য বিস্তারিত ফিচারের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ দেখানো হয় এবং ব্যবহারকারী প্রয়োজনে সেখান থেকে বিস্তারিত অংশে প্রবেশ করতে পারেন।

- কক্সবাজার জেলার ভৌগোলিক, পর্যটন ও প্রশাসনিক সারাংশ
- দর্শনীয় স্থান, আবাসন, পরিবহন, আবহাওয়া ও নিরাপত্তা সম্পর্কিত তথ্যের সংক্ষিপ্ত তালিকা
- ব্যবহার বান্ধব ও দ্রুত অ্যাক্সেসযোগ্য ডিজাইন
- অন্যান্য ফিচারে নেভিগেশন বা লিঙ্কিং সুবিধা

- পর্যটক এবং স্থানীয়দের জন্য প্রয়োজনীয় জরুরি তথ্য প্রদানে বিশেষ গুরুত্ব

লকার সার্ভিস

কক্সবাজারে ভ্রমণরত পর্যটকরা তাদের মূল্যবান ও ব্যক্তিগত জিনিসপত্র নিরাপদে সংরক্ষণ করার জন্য "লকার সার্ভিস" সুবিধাটি ব্যবহার করতে পারেন। এই ফিচারে লকার সার্ভিসের বিস্তারিত তথ্য সরবরাহ করা হয় যাতে পর্যটক সহজে নিকটস্থ লকার সেন্টার খুঁজে পেতে পারেন এবং তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী ভাড়া ও সময় নির্ধারণ করতে পারেন।

ফিচারের মূল উপাদানসমূহ:

- লকার সার্ভিসের **যোগাযোগ নম্বর**
- লকার সেন্টারের **ঠিকানা ও লোকেশন** (ম্যাপে দেখার সুবিধা)
- লকারের **ভাড়ার পরিমাণ** (ঘন্টা/দিন ভিত্তিক)
- লকার ব্যবহারের **সময়সূচি** ও খোলা থাকার সময়
- ব্যবহার বিধি ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত নির্দেশিকা
- সরাসরি বুকিং বা যোগাযোগের সুবিধা

স্থানীয় যাতায়াত ও ভাড়া তথ্য

এই ফিচারের মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা কক্সবাজার জেলার বিভিন্ন গন্তব্যে যাতায়াতের জন্য ব্যবহৃত বিভিন্ন মাধ্যম যেমন বাস, ট্রেন, চান্দের গাড়ি, বাইক, রিকশা, জাহাজ ইত্যাদির তথ্য সহজে পেতে পারেন। এছাড়াও, কক্সবাজার থেকে দেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ গন্তব্য পর্যন্ত যাত্রার ভাড়ার তালিকা ও আনুমানিক সময় সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়।

ফিচারের মূল উপাদানসমূহ:

- স্থানীয় যাতায়াতের **প্রকারভেদ**: চান্দের গাড়ি, রিকশা, মোটরসাইকেল, ট্যাক্সি, সিএনজি, বাইক ইত্যাদি
- বিভিন্ন পরিবহনের **ভাড়া তালিকা** (অন্তঃজেলা ও আন্তঃজেলা)
- কক্সবাজার থেকে অন্যান্য জেলার বাস ও ট্রেন ভাড়া ও সময়সূচি
- জনপ্রিয় গন্তব্য যেমন চট্টগ্রাম, ঢাকা, মহেশখালী, ইনানী, টেকনাফ ইত্যাদি রুটের ভাড়ার তথ্য
- যাতায়াতের **সময়সূচি** ও ভাড়া পরিবর্তনের আপডেট
- সরাসরি পরিবহন বুকিং বা যোগাযোগের জন্য মোবাইল নম্বর ও ওয়েবসাইট লিংক

AI টুর প্ল্যানার

AI টুর প্ল্যানার হলো একটি স্মার্ট এবং স্বয়ংক্রিয় ফিচার, যা ব্যবহারকারীর দেয়া তথ্যের ভিত্তিতে পুরো ভ্রমণের পরিকল্পনা তৈরি করে দেয়। ব্যবহারকারী যেকোনো জেলা ভ্রমণের জন্য তাদের পছন্দ অনুযায়ী টুরের সময়কাল, সদস্য সংখ্যা, থাকার জায়গা, খাবারের ধরণ, পরিবহন মাধ্যম এবং যেতে চাওয়া দর্শনীয় স্থান সম্পর্কে তথ্য প্রদান করলে, এই ফিচারটি সেই অনুযায়ী একটি ব্যক্তিগতকৃত ও পূর্ণাঙ্গ ভ্রমণ পরিকল্পনা প্রস্তুত করে। এই প্ল্যানারে অন্তর্ভুক্ত থাকে প্রতিদিনের রুট, আবাসনের সাজেশন, খাবারের পরামর্শ, যাতায়াতের ব্যবস্থা এবং প্রয়োজনীয় অন্যান্য তথ্য। এতে ভ্রমণকারীরা সহজে, দ্রুত এবং ঝামেলামুক্তভাবে তাদের ভ্রমণ আয়োজন করতে পারে। AI প্রযুক্তির সাহায্যে পরিকল্পনাটি ব্যবহারকারীর চাহিদার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ এবং সর্বোত্তম হয়। ফলশ্রুতিতে, এই ফিচারটি ভ্রমণকারীদের সময় ও খরচ বাঁচায় এবং তাদের অভিজ্ঞতাকে করে তোলে আরও স্মরণীয় ও আনন্দদায়ক।

জরুরী সেবা (Emergency Services)

এই ফিচারের মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা কক্সবাজার জেলায় জরুরী পরিস্থিতিতে প্রয়োজনীয় সব গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ নম্বর ও সেবা সম্পর্কে দ্রুত তথ্য পেতে পারেন। এটি পর্যটক এবং স্থানীয়দের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ফিচারের মূল উপাদানসমূহ:

- **পুলিশ স্টেশন:** নিকটস্থ থানার নাম, ফোন নম্বর
- **ডাক্তার ও হাসপাতাল:** জরুরি মেডিকেল সেবা, হাসপাতাল ও ক্লিনিকের যোগাযোগ
- **বিচকর্মী (Beach Worker):** সৈকতে নিরাপত্তা ও সহায়তা প্রদানকারী কর্মীদের নম্বর
- **লাইফ গার্ড:** সৈকত সুরক্ষায় নিয়োজিত লাইফ গার্ডদের জরুরি নম্বর
- **অনলাইন জিডি:** ডিজিটালভাবে জিডি করার নির্দেশনা ও লিংক
- **দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা:** জেলা প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরের জরুরি যোগাযোগ নম্বর
- **ফায়ার সার্ভিস:** অগ্নি নির্বাপণ বিভাগ যোগাযোগ নম্বর
- **অন্য জরুরি সেবা:** অ্যাম্বুলেন্স, ট্যুরিস্ট পুলিশ, সাইক্লোন এলার্ট ইত্যাদি

ঘোষণা (Announcement)

এই ফিচারটি ব্যবহারকারীদের জন্য বিভিন্ন ধরনের গুরুত্বপূর্ণ বার্তা ও আপডেট সরবরাহ করে। এর মাধ্যমে জেলা প্রশাসন বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ভ্রমণকারীদের কাছে সতর্কতাবার্তা, জরুরি ঘোষণা, রক্ষণাবেক্ষণ কাজের কারণে সেবা সাময়িক বিঘ্ন, বিশেষ ইভেন্টের বিজ্ঞপ্তি ও অন্যান্য জরুরি তথ্য দ্রুত পৌঁছে দিতে পারে।

ফিচারের মূল উপাদানসমূহ:

- **সতর্কতাবার্তা:** প্রাকৃতিক দুর্যোগ, আবহাওয়া বিপদ, ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা ইত্যাদি সম্পর্কে তথ্য
- **রক্ষণাবেক্ষণ ও সেবা বিঘ্ন:** যাতায়াত, যোগাযোগ বা অন্য কোনো সেবায় সাময়িক ব্যাঘাতের তথ্য
- **ইভেন্ট ও উৎসবের বিজ্ঞপ্তি:** অনুষ্ঠান সংক্রান্ত সময়সূচী পরিবর্তন বা নির্দেশনা
- **নতুন সেবা চালু/অবসান:** নতুন ফিচার, সার্ভিস বা সুবিধা সংক্রান্ত ঘোষণা
- **সরকারি নির্দেশনা ও নীতিমালা:** নিয়মাবলী বা নিরাপত্তা বিষয়ক আপডেট

পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় ভ্রমণিকা মোবাইল অ্যাপের কার্যকারিতা ও ভ্রমণের উদ্দেশ্য

পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য প্রস্তাবিত অতিরিক্ত ফিচারসমূহ

১. **স্থানীয় গাইড বুকিং ফিচার:**

স্থানীয় অভিজ্ঞ গাইডদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ ও বুকিং করার সুবিধা, যাঁরা পার্বত্য অঞ্চলের ঐতিহ্য, ইতিহাস ও সংস্কৃতি গভীরভাবে জানেন।

২. **হাইকিং ও ট্রেকিং রুট ম্যাপ:**

পার্বত্য অঞ্চলের বিভিন্ন ট্রেকিং ও হাইকিং রুটের বিস্তারিত ম্যাপ, দূরত্ব, সময়, ঝুঁকি ও প্রস্তুতি সংক্রান্ত তথ্য।

৩. **সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইভেন্ট ক্যালেন্ডার:**

স্থানীয় নৃত্য, গান, মেলা ও ঐতিহ্যবাহী উৎসবের পূর্ণাঙ্গ সময়সূচী ও বিবরণ।

৪. **স্থানীয় পণ্য ও হস্তশিল্পের তথ্য:**

পার্বত্য অঞ্চলের স্থানীয় হস্তশিল্প, খাদ্য ও পণ্য কেনার স্থান ও সঠিক তথ্য।

৫. **স্বাস্থ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা গাইড:**

পার্বত্য অঞ্চলের প্রত্যন্ত ও পাহাড়ি এলাকায় স্বাস্থ্যসেবা, জরুরি চিকিৎসা, দুর্যোগ প্রস্তুতি ও আশ্রয় কেন্দ্রের তথ্য।

৬. **সাংবাদিক ও যোগাযোগ ব্যবস্থা:**

অনলাইনে টুরিস্টদের জন্য স্থানীয় সংবাদ, আবহাওয়া আপডেট ও জরুরি বার্তার পুশ নোটিফিকেশন।

৭. **ভার্চুয়াল রিয়েলিটি (VR) বা ৩৬০± ভিডিও ট্যুর:**

প্রাথমিকভাবে ভ্রমণ করার আগেই দর্শনীয় স্থানগুলো ভার্চুয়ালি অন্বেষণ করার সুবিধা।

৮. **পার্বত্য খাবারের রেসিপি ও খোঁজ:**

স্থানীয় খাবার ও পানীয়ের বিস্তারিত রেসিপি এবং স্থানীয় জনপ্রিয় রেস্তোরাঁর তথ্য।

৯. **অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টস বুকিং:**

পার্বত্য এলাকায় উপলব্ধ বিভিন্ন অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টস যেমন রাফটিং, প্যারাগ্লাইডিং ইত্যাদির বুকিং সুবিধা।

১০. **নেটিভ ভাষা ও সংস্কৃতি শিক্ষা:**

স্থানীয় ভাষা (যেমন মারমা, চাকমা) শেখার মিনি কোর্স বা ফ্রেজ গাইড।

১১. **ইকো-ট্যুরিজম ও কমিউনিটি বেসড ট্যুরিজম গাইডলাইন:**

পার্বত্য এলাকার পরিবেশ ও সমাজ রক্ষায় টেকসই ভ্রমণের পরামর্শ ও গাইডলাইন।

১২. **আঞ্চলিক ট্রান্সপোর্টের রিয়েল টাইম অবস্থান:**

বাস, জিপ, চান্দের গাড়ি ইত্যাদির লাইভ ট্র্যাকিং সুবিধা।

১৩. **ব্যক্তিগতকৃত ভ্রমণ পরিকল্পনা তৈরির সুবিধা:**

AI টুর প্ল্যানার ফিচারের মাধ্যমে ভ্রমণকারীরা তাদের পছন্দ ও প্রয়োজন অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রাম ভ্রমণের জন্য স্বয়ংক্রিয় ও পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারেন।



মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন “ভ্রমণিকা” নিয়ে ব্রিফ করছেন কক্সবাজার জেলা প্রশাসক জনাব মোহাম্মদ সালাহ্উদ্দিন

ভ্রমণিকা মোবাইল অ্যাপ পর্যটনকে সহজ, আকর্ষণীয় ও প্রযুক্তিনির্ভর করেছে। এটি শুধু একটি অ্যাপ নয়, বরং বাংলাদেশের প্রতিটি কোণায় ছড়িয়ে থাকা সৌন্দর্য ও ইতিহাসকে বিশ্বের সামনে উপস্থাপনের একটি ডিজিটাল মাধ্যম।


অনলাইন
আপনাকে স্বাগতম!
পৃথিবীর সবচেয়ে বড় প্রাকৃতিক সমুদ্র সৈকতে
দর্শনীয় স্থান সমূহ
আবহাওয়ার পূর্বাভাস
আবাসন সুবিধাসমূহ
পরিবহন কাউন্টার
আসর ইভেন্টসমূহ
জেলা প্রশাসনের পদক্ষেপ
হোম
জরুরি সেবা
ঘোষণা
প্রোফাইল


অনলাইন
দর্শনীয় স্থান সমূহ
কক্সবাজার দর্শনীয় স্থান সমূহের বিস্তারিত তথ্য
ইনানী সমুদ্র সৈকত
হিমছড়ি
লাবনী বীচ
কলাতলি সমুদ্র সৈকত
সুগন্ধা সমুদ্র সৈকত
সেন্ট মার্টিন
হোম
জরুরি সেবা
ঘোষণা
প্রোফাইল


অনলাইন
ইনানী সমুদ্র সৈকত
সৈকতের শান্তি – ইনানি বিচ, যেখানে সোনালী বালি এবং স্বচ্ছ পানির মিলন।
ইনানি সি বিচ কক্সবাজার থেকে প্রায় ৩২ কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত একটি শান্ত এবং কম জনবহুল সৈকত। এটি তার সোনালী বালি এবং পরিষ্কার নীল পানির জন্য পরিচিত, এবং কক্সবাজার সৈকতের তুলনায় এখানে এক শান্তিপূর্ণ পরিবেশ রয়েছে। এখানে ঘোরাঘুরি, সৈকতের হাঁটা, এবং বঙ্গোপসাগরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করার জন্য আদর্শ স্থান।
ছবি ও ভিডিও সমূহ
দূরত্ব
উপযুক্ত সময়
কিভাবে যাবেন
দর্শনীয় স্থান
খাবারের তথ্য
হোম
জরুরি সেবা
ঘোষণা
প্রোফাইল

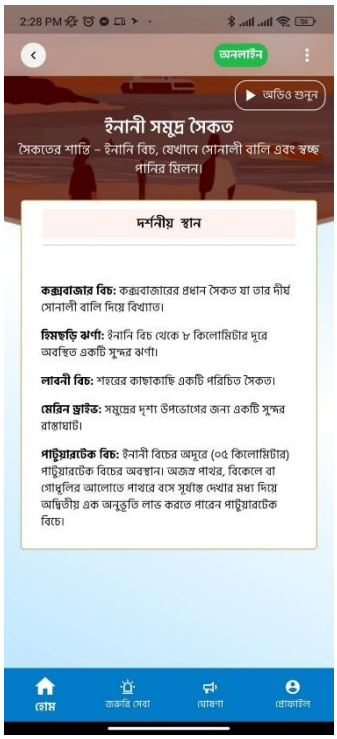
অনলাইন
অডিও শুনুন
ইনানী সমুদ্র সৈকত
সৈকতের শান্তি – ইনানি বিচ, যেখানে সোনালী বালি এবং স্বচ্ছ পানির মিলন।
দর্শনীয় স্থান
কক্সবাজার বিচ: কক্সবাজারের প্রধান সৈকত যা তার দীর্ঘ সোনালী বালি দিয়ে বিখ্যাত।
হিমছড়ি ঝর্ণা: ইনানি বিচ থেকে ৮ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত একটি সুন্দর ঝর্ণা।
লাবনী বিচ: শহরের কাছাকাছি একটি পরিচিত সৈকত।
মেরিন ড্রাইভ: সমুদ্রের দৃশ্য উপভোগের জন্য একটি সুন্দর রাস্তাঘাট।
পাটুয়ারটেক বিচ: ইনানী বিচের অদূরে (০৫ কিলোমিটার) পাটুয়ারটেক বিচের অবস্থান। অজস্র পাথর, বিকেলে বা গোধূলির আলোতে পাথরে বসে সূর্যাস্ত দেখার মধ্য দিয়ে অদ্বিতীয় এক অনুভূতি লাভ করতে পারেন পাটুয়ারটেক বিচে।
হোম
জরুরি সেবা
ঘোষণা
প্রোফাইল


অনলাইন
আবহাওয়ার পূর্বাভাস
জোয়ার-ভাটা সহ আবহাওয়ার বিস্তারিত তথ্য
মঙ্গল
৮
জুলাই
কক্সবাজার
২৯° - ২৬°
অজানা আবহাওয়া
সূর্যোদয় ৫:৯৫ পূর্বাহ্ণ
সূর্যাস্ত ৬:৩৮ অপরাহ্ণ
জোয়ার-ভাটার তথ্য
৮ জুলাই, ২০২৫
পরবর্তী জোয়ার
শুক্র ৩:০৩ পূর্বাহ্ণ - শেষ ৯:৫৩ পূর্বাহ্ণ
পরবর্তী ভাটা
শুক্র ৯:৫৩ পূর্বাহ্ণ - শেষ ৩:১৮ অপরাহ্ণ
হোম
জরুরি সেবা
ঘোষণা
প্রোফাইল


অনলাইন
পরিবহন কাউন্টার
কক্সবাজার ভ্রমণে যাতায়াত ব্যবস্থা সমূহ
বাস
ফ্লাইট
ট্রেন
জাহাজ
বাইক
চাঁদের গাড়ি
হোম
জরুরি সেবা
ঘোষণা
প্রোফাইল

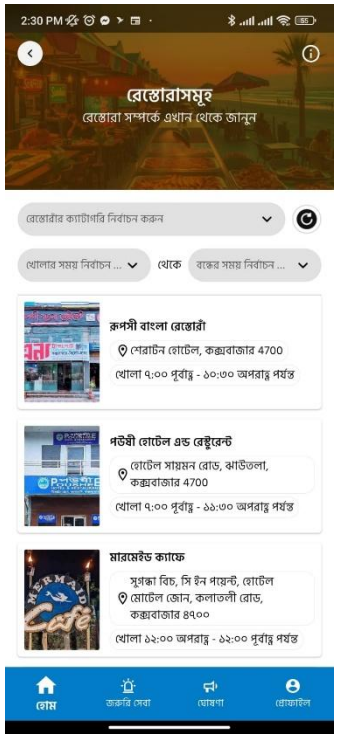
রেস্তোরাসমূহ
রেস্তোরা সম্পর্কে এখান থেকে জানুন
রেস্তোরাঁর ক্যাটাগরি নির্বাচন করুন
খোলার সময় নির্বাচন ...
থেকে
বন্ধের সময় নির্বাচন ...
রূপসী বাংলা রেস্তোরাঁ
শেরাটন হোটেল, কক্সবাজার 4700
খোলা ৭:০০ পূর্বাহ্ণ - ১০:৩০ অপরাহ্ণ পর্যন্ত
পউষী হোটেল এন্ড রেষ্টুরেন্ট
হোটেল সায়মন রোড, ঝাউতলা, কক্সবাজার 4700
খোলা ৭:০০ পূর্বাহ্ণ - ১১:৩০ অপরাহ্ণ পর্যন্ত
মারমেইড ক্যাফে
সুগন্ধা বিচ, সি ইন পয়েন্ট, হোটেল মোটেল জোন, কলাতলী রোড, কক্সবাজার ৪৭০০
খোলা ১২:০০ অপরাহ্ণ - ১২:০০ পূর্বাহ্ণ পর্যন্ত
হোম
জরুরি সেবা
ঘোষণা
প্রোফাইল